"ঘরে ফেরা পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"

কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে কর্মজীবি/শ্রমজীবি/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব কর্ম হারানোর কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়ার ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঘোষণা করা হয়েছে। অংশীদারী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক উক্ত স্কিমের আওতায় অর্থায়ন করে যাচ্ছে।

স্কিমের নামঃ

কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্য কারণে গ্রামে ফিরে যাওয়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গঠিত "ঘরে ফেরা" বিষয়ক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

তহবিলের উৎস ও পরিমাণঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

"ঘরে ফেরা" বিষয়ক কর্মসূচীর উল্লেখিত খাতের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ।

ঋণের খাতসমূহঃ

১) স্বল্প পুঁজির স্থানীয় ব্যবসা
২) পরিবহন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী যানবাহন ক্রয়
৩) ক্ষুদ্র প্রকৌশল শিল্প
৪) মৎস্য চাষ, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন
৫) তথ্য প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য সেবা উৎসারী কর্মকান্ড
৬) বসতঘর নির্মাণ/সংস্কার
৭) সবজি ও ফলের বাগান
৮) কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ফসল বিপণন

এছাড়াও, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে এমন কর্মকাণ্ড যেমন ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এমন ক্ষেত্রে অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে। সরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

সুদ/মুনাফা হারঃ

গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৬% (সরল সুদ হারে)

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ সীমাঃ

সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা

জামানতঃ

এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করা যাবে না।

ঋণের মেয়াদঃ

ক) ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্তঃ ০৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ বছর বা ২৪ মাস।
খ) ঋণের পরিমাণ ২.০০ লক্ষ টাকার বেশি তবে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্তঃ ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড সহ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর বা ৩৬ মাস।

শহরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ যারা হঠাৎ কর্ম হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে সেসকল জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রামেই উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে; ফলশ্রুতিতে, সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্য ও সার্কুলারের জন্য ক্লিক করুন।